সমকাল

17 JUL 2026

আর্জেন্টিনা থেকে আমদানি বেশি, স্পেনে রপ্তানি

আবু হেনা মুহিব

ফুটবল জ্বরে কাঁপছে বিশ্ব। টানটান উত্তেজনায় ভরপুর সব ম্যাচ পেরিয়ে বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে আর্জেন্টিনা ও স্পেন। সারাবিশ্বের মতো বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীরাও এখন শিরোপার লড়াই দেখার অপেক্ষায়। ফাইনালে মুখোমুখি হতে যাওয়া এই দুই দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়েও আগ্রহ রয়েছে অনেকের। স্পেন ও আর্জেন্টিনার সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশ আর্জেটিনা থেকে আমদানি করে বেশি, রপ্তানি করে কম। অন্যদিকে ইউরোপের দেশ স্পেনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য মূলত একতরফা রপ্তানির। দেশটি থেকে আমদানি হয় খুব কম।

বাংলাদেশের শীর্ষ ২০ আমদানির উৎসের মধ্যে আর্জেন্টিনার অবস্থান ১৭তম। প্রতি বছর যে পরিমাণ আমদানি হয় তাতে আর্জেন্টিনার হিস্যা ১ দশমিক ২ শতাংশ। প্রধানত ভোজ্যতেল, গম, ভুট্টা পশুখাদ্য, পোশাক উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল তুলা আমদানি হয় দেশটি থেকে। এর মধ্যে ভোজ্যতেলের ভেজিটেবল অয়েলই মোট আমদানির ৭৫ শতাংশ। বছরে দেশটি থেকে আমদানির পরিমাণ ৮০ কোটি ডলারের মতো।

বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণত অর্থবছর শেষ হওয়ার পর দেশ ও পণ্যভিত্তিক আমদানির চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ করে থাকে। সদ্য সমাপ্ত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের দেশভিত্তিক আমদানি তথ্যউপাত্ত এখনও প্রকাশ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তথ্য বলছে, আর্জেন্টিনা থেকে বাংলাদেশের আমদানির পরিমাণ ছিল ৭৮ কোটি ৪৭ লাখ ডলারের। দেশীয় মুদ্রায় যা ৯ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা।

বড় অঙ্কের এই আমদানির বিপরীতে দেশটিতে বাংলাদেশের রপ্তানির চিত্র বেশ মলিন। বাংলাদেশের শীর্ষ ২০ রপ্তানি বাজারের তালিকায় নেই দেশটি। দেশটিতে রপ্তানি হয় নামমাত্র। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যমতে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে মাত্র তিন কোটি ৪৯ লাখ ডলারের পণ্য। রপ্তানির তালিকায় রয়েছে তৈরি পোশাক। এ ছাড়া পাটপণ্যসহ সাধারণ কিছু পণ্য রপ্তানি হয় দেশটিতে।

বুন বক্স অ্যাপারেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আক্তার হোসেন অপূর্ব সমকালকে বলেন, আর্জেন্টিনা তৈরি পোশাকের বড় বাজার হতে পারে। প্রচলিত বাজারের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বাজার বৈচিত্র্য আনার চেষ্টায় আর্জেন্টিনা থেকে ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ক্রমেই দেশটিতে পোশাক রপ্তানি বাড়ছে।

অন্যদিকে স্পেন বাংলাদেশের চতুর্থ প্রধান রপ্তানি বাজার। ২৭ জাতির জোট ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিতীয় প্রধান রপ্তানি বাজার স্পেন। জোটে স্পেনের চেয়ে বেশি রপ্তানি হয় কেবল জার্মানিতে। বিশ্ববাজারের অন্যান্য দেশের মধ্যে স্পেনের চেয়ে বেশি রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে।

ইপিবির তথ্যমতে, গত অর্থবছর স্পেনে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি হয়েছে প্রায় ৩৮০ কোটি ডলারের। তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএর তথ্যউপাত্তে দেখা যায়, শুধু তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে ৩৬০ কোটি ডলারের বেশি। আগের অর্থবছরের চেয়ে বেড়েছে ৬ শতাংশ।

স্পেনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য মূলত রপ্তানিমুখী। বাংলাদেশের মোট আমদানির মাত্র শূন্য দশমিক ২ শতাংশ আসে দেশটি থেকে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আমদানি হয় ১৩ কোটি ২৫ লাখ ডলারের পণ্য। প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য ১২০ টাকা ধরে দেশীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ এক হাজার ৫৮৭ কোটি টাকা। প্রধান আমদানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ওষুধ, কসমেটিকস ইত্যাদি।

বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠতে না পারলেও আর্জেন্টিনার মতোই জনপ্রিয়তার লড়াইয়ে অন্যতম শীর্ষস্থানে আছে লাতিন আমেরিকার নান্দনিক ফুটবলের দেশ ব্রাজিল। দেশটির সঙ্গেও বাংলাদেশের বাণিজ্য খুব বেশি নয়। গত অর্থবছর দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে ২১ কোটি ৪৭ লাখ ডলারের পণ্য। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্রাজিল থেকে আমদানি হয়েছে ২৬৪ কোটি ডলারের, যা মোট আমদানির প্রায় ৪ শতাংশ। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আর্জেন্টিনার চেয়ে এগিয়ে ব্রাজিল।

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য

মোট আমদানির ১.২ শতাংশ আসে আর্জেন্টিনা থেকে, যায় রপ্তানির ০.২ শতাংশ

মোট আমদানির ০.২ শতাংশ আসে স্পেন থেকে, যায় রপ্তানির ৭.৯২ শতাংশ

সমকাল

17 JUL 2026

আমদানি বাণিজ্যের কাঠামো ঠিক করল বাংলাদেশ ব্যাংক

সমকাল প্রতিবেদক

ফ্রি ট্রেড জোন বা মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে (এফটিজেড) আমদানি বাণিজ্য পরিচালনার জন্য একটি কাঠামো ঠিক করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মাধ্যমে লেনদেন সহজ করা এবং ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্য। রপ্তানিমুখী শিল্পসহ স্থানীয় উৎপাদনশীল খাত শক্তিশালী করা এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের দক্ষতা বাড়াতে যা সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা সব ব্যাংকে পাঠানো হয়।

সার্কুলারে বলা হয়েছে, এই কাঠামোর আওতায় অনুমোদিত ডিলার (এডি) ও অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট (ওবিইউ) বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা বিধিমালার আলোকে এফটিজেড সংশ্লিষ্ট লেনদেন পরিচালনা করবে। যোগ্য আমদানিকারকদের মধ্যে রয়েছে উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, অনুমোদিত ট্রেডিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী আমদানিকারক এবং এফটিজেডে কার্যরত লজিস্টিকস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে কনসাইনমেন্ট-ভিত্তিক আমদানির সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত বা বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত মালিকানা বিদেশি সরবরাহকারীর কাছেই থাকবে। মালিকানা হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত ব্যাংকগুলো এসব পণ্যকে মজুত হিসেবে গণ্য করবে না এবং এ-সংক্রান্ত কোনো ঋণঝুঁকি নেবে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে, দেশের অভ্যন্তরের ক্রেতাদের দ্বারা এফটিজেড থেকে পণ্য কেনাকে আমদানি হিসেবে গণ্য করা হবে। অন্যদিকে এফটিজেড প্রতিষ্ঠানগুলোর বিক্রিকে বিক্রেতার জন্য রপ্তানি এবং ক্রেতার জন্য আমদানি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে এক্সপি ও আইএমপি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। সকল অর্থপ্রদান অবাধে রূপান্তরযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রায় সম্পন্ন করতে হবে।

প্রসঙ্গত, দেশে প্রথমবারের মতো দুটি মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এর একটি কক্সবাজারের মাতারবাড়ী সমুদ্রবন্দরের কাছে। আরেকটি চট্টগ্রাম বন্দরের নিকটবর্তী এলাকায়।

বণিক বার্তা

17 JUL 2026

জানুয়ারি-মে ২০২৬

ইইউতে বাংলাদেশের পোশাক আমদানি কমেছে প্রায় ১৯%

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় রফতানি গন্তব্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। তবে চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে বাংলাদেশ থেকে ইইউর পোশাক আমদানিতে পতন অব্যাহত রয়েছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারি-মে সময়ে বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮ দশমিক ৮৯ শতাংশ কমেছে। শীর্ষ ১০ পোশাক সরবরাহকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ থেকেই আমদানি কমেছে সবচেয়ে বেশি। ইউরোস্ট্যাটের তথ্য বিশ্লেষণে এ চিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারি-মে সময়ে বাংলাদেশ থেকে ৮৯৭ কোটি ১৩ লাখ ইউরোর পোশাক আমদানি করেছিল ইইউ। চলতি বছরের একই সময়ে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭২৭ কোটি ৬৯ লাখ ইউরোতে। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশ থেকে আমদানি কমেছে প্রায় ১৬৯ কোটি ৪৪ লাখ ইউরোর।

একই সময়ে বিশ্ববাজার থেকে ইইউর মোট পোশাক আমদানি কমেছে ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ। ২০২৫ সালের জানুয়ারি-মে সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৩ হাজার ৭৫৮ কোটি ২২ লাখ ইউরোর পোশাক আমদানি করলেও চলতি বছরের একই সময়ে তা কমে ৩ হাজার ৩৮৩ কোটি ৭৫ লাখ ইউরোতে নেমেছে। ফলে ইইউর সামগ্রিক পোশাক আমদানি কমার তুলনায় বাংলাদেশ থেকে আমদানি কমেছে প্রায় দ্বিগুণ হারে।

শীর্ষ সরবরাহকারী দেশগুলোর মধ্যে চীন থেকে ইইউর পোশাক আমদানি কমেছে ৪ দশমিক ২০ শতাংশ, তুরস্ক থেকে ১৫ দশমিক ৬৬, পাকিস্তান থেকে ১৭ দশমিক শূন্য ১, শ্রীলংকা থেকে ১৫ দশমিক শূন্য ৮, ভারত থেকে ১৩ দশমিক ৩৩, কম্বোডিয়া থেকে ১০ দশমিক ৭৭, মরক্কো থেকে ৮ দশমিক ৯৬, ইন্দোনেশিয়া থেকে ১৬ দশমিক ৬৩ এবং ভিয়েতনাম থেকে মাত্র ১ দশমিক ৫১ শতাংশ। ফলে শীর্ষ ১০ সরবরাহকারীর মধ্যে বাংলাদেশ থেকেই আমদানি কমেছে সবচেয়ে বেশি।

আমদানি কমলেও ইইউর দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক সরবরাহকারী দেশ হিসেবে অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। প্রথম অবস্থানে রয়েছে চীন।

আমদানির পরিমাণের দিক থেকেও একই প্রবণতা দেখা গেছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি-মে সময়ে বাংলাদেশ থেকে ৫৮ কোটি ২৩ লাখ কেজি পোশাক আমদানি করেছিল ইইউ। চলতি বছরের একই সময়ে তা কমে ৫২ কোটি ১৪ লাখ কেজিতে নেমেছে। অর্থাৎ আমদানির পরিমাণ কমেছে ১০ দশমিক ৪৬ শতাংশ। একই সময়ে বিশ্ববাজার থেকে ইইউর মোট পোশাক আমদানির পরিমাণ কমেছে ৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ।

বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা পোশাকের গড় ইউনিট মূল্যও কমেছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি-মে সময়ে প্রতি কেজি পোশাকের গড় মূল্য ছিল ১৫ দশমিক ৪১ ইউরো। চলতি বছরের একই সময়ে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ৯৬ ইউরোতে। অর্থাৎ ইউনিট মূল্য কমেছে ৯ দশমিক ৪১ শতাংশ। বিপরীতে একই সময়ে তুরস্ক, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানি করা পোশাকের ইউনিট মূল্য বেড়েছে।

শুধু মে মাসের পরিসংখ্যানেও বাংলাদেশ থেকে ইইউর পোশাক আমদানিতে বড় পতন দেখা গেছে। ২০২৫ সালের মে মাসে বাংলাদেশ থেকে ১৪২ কোটি ৬৮ লাখ ইউরোর পোশাক আমদানি করলেও চলতি বছরের একই মাসে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১১৮ কোটি ২৬ লাখ ইউরোতে, যা ১৭ দশমিক ১২ শতাংশ কম। একই সময়ে আমদানির পরিমাণ ৯ কোটি ৮৪ লাখ কেজি থেকে কমে ৮ কোটি ৫০ লাখ কেজিতে নেমেছে, অর্থাৎ ১৩ দশমিক ৫৫ শতাংশ কমেছে। পাশাপাশি গড় ইউনিট মূল্য ১৪ দশমিক ৫১ ইউরো থেকে কমে ১৩ দশমিক ৯১ ইউরোয় নেমেছে, যা ৪ দশমিক ১৩ শতাংশ কম।

The Daily Star
17 JUL 2026

Apparel exports to EU, US tumble in Jan-May

STAR BUSINESS REPORT

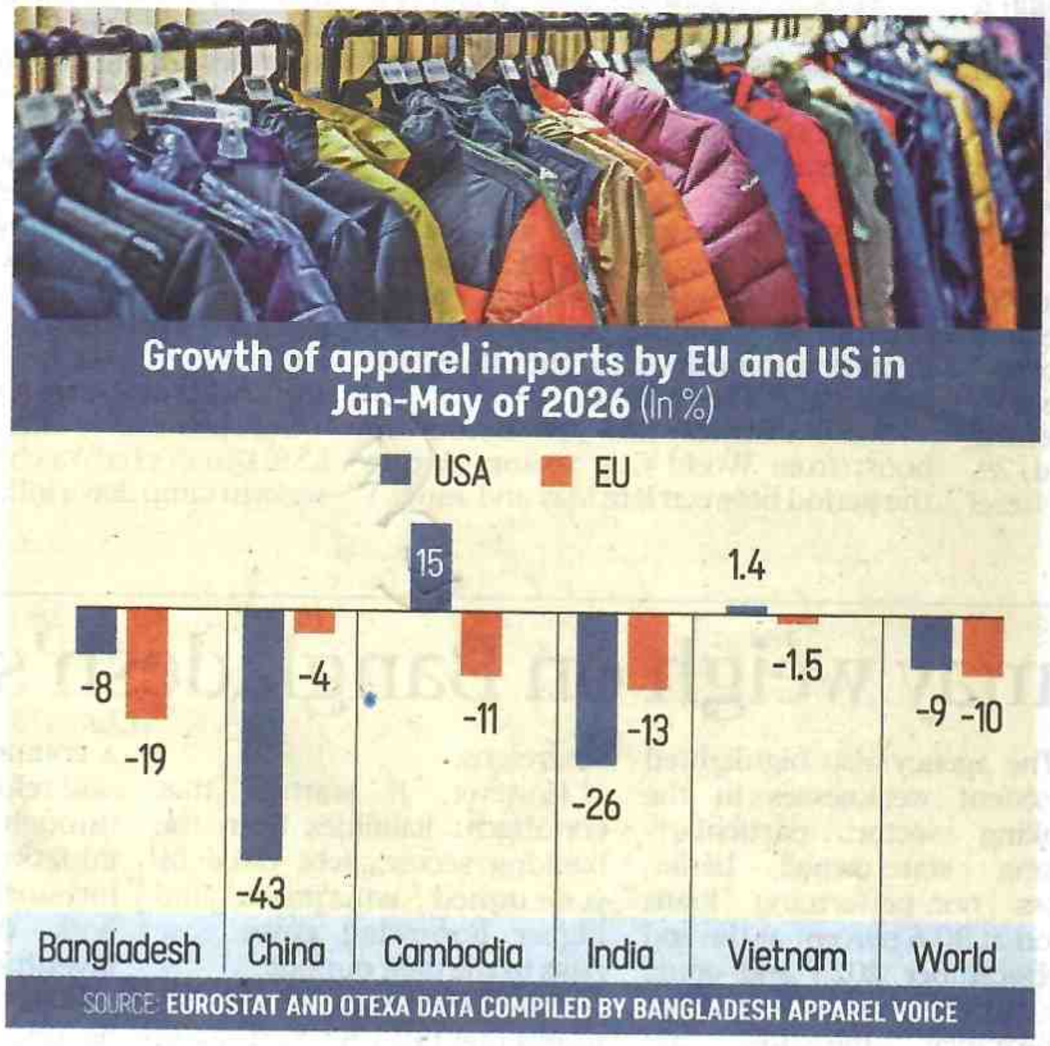

Bangladesh's apparel exports to its two largest markets -- the European Union (EU) and the United States -- declined sharply in the first five months of 2026 as weaker global demand reduced export volumes and prices.

Data from Eurostat and the US Office of Textiles and Apparel (OTEXA) show that Bangladesh performed worse than most of its major competitors, particularly in the EU market, where it recorded the largest decline among leading apparel suppliers.

Between January and May, Bangladesh's apparel exports to the EU fell 18.89 percent year-on-year to €7.28 billion. Export volumes declined 10.46 percent, while average unit prices dropped 9.41 percent, showing that the country shipped fewer garments and earned lower prices.

In May alone, exports to the EU dropped 17.12 percent from a year earlier. Shipment volumes fell 13.55 percent, while average unit prices declined 4.13 percent.

Overall, the EU imported €33.84 billion worth of apparel during January-May, down 9.96 percent year-on-year. Import volumes decreased 6.46 percent, while average unit prices declined 3.74 percent, reflecting weaker consumer demand and lower prices.

Among major competitors, India recorded the second-largest decline in apparel exports to the EU during the period, falling 13.33 percent to €2 billion. China's exports declined 4.2 percent to €9.59 billion, while Cambodia's exports fell 10.77 percent. Vietnam was the most resilient, with a decline of only 1.51 percent.

The US market also remained weak, although the decline was less severe compared with the EU.

Bangladesh's apparel exports to the US fell 8.08 percent year-on-year to $3.25 billion in January-May. Shipment volumes declined 6.21 percent, while average unit prices fell 2 percent, reflecting weaker demand and pricing pressure.

However, exports to the US recovered in May, rising 6.04 percent year-on-year to $582 million after several months of decline.

Overall, US apparel imports fell 9.25 percent to $28.78 billion during the period, as import volumes dropped 9.48 percent and unit prices increased only 0.25 percent.

Among competitors, Cambodia was the strongest performer in the US market during January-May, with apparel exports rising 14.90 percent, followed by Vietnam with 1.46 percent growth. China's exports plunged 42.75 percent to $2.8 billion, while India's declined 26.37 percent to $1.79 billion.

READ MORE ON B3

FROM PAGE B1

The latest trade data indicate that Bangladesh's apparel sector is losing momentum in global markets.

In 2025, the country's apparel exports grew only 0.89 percent, significantly below the global average growth of 4.46 percent. This marked a sharp reversal from 2024, when Bangladesh's export growth was about three times higher than the global average.

The slowdown also reduced Bangladesh's share of the global apparel market. Its share fell to 6.76 percent in 2025 from 7 percent a year earlier, a decline of 0.24 percentage points. This wiped out nearly three-

director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and founder and CEO of Bangladesh Apparel Voice, said Bangladesh's heavy reliance on the EU market creates a structural risk as the country prepares to graduate from the least developed country (LDC) category in November.

"After graduation, Bangladeshi apparel exports to the EU will face average tariffs of around 12 percent unless we secure GSP+ benefits," he said.

He said the industry's outlook from 2027 would depend on Bangladesh's transition to the EU's

market share to competitors such as China and Vietnam," he added.

On the US market, Rubel said LDC graduation would not affect tariff treatment.

"The recent weakness in the US reflects a competitiveness gap rather than a tariff issue. Tariffs alone cannot fix this," he said.

Bangladesh currently ships nearly 70 percent of its apparel exports to the EU and US markets.

Rubel said growth in both markets has increasingly come from higher shipment volumes rather than better prices, indicating weaker pricing power.

"To sustain growth, Bangladesh

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's apparel exports to its two largest markets -- the European Union (EU) and the United States -- declined sharply in the first five months of 2026 as weaker global demand reduced export volumes and prices.

Data from Eurostat and the US Office of Textiles and Apparel (OTEXA) show that Bangladesh performed worse than most of its major competitors, particularly in the EU market, where it recorded the largest decline among leading apparel suppliers.

Between January and May, Bangladesh's apparel exports to the EU fell 18.89 percent year-on-year to €7.28 billion. Export volumes declined 10.46 percent, while average unit prices dropped 9.41 percent, showing that the country shipped fewer garments and earned lower prices.

In May alone, exports to the EU dropped 17.12 percent from a year earlier. Shipment volumes fell 13.55 percent, while average unit prices declined 4.13 percent.

Overall, the EU imported €33.84 billion worth of apparel during January-May, down 9.96 percent year-on-year. Import volumes decreased 6.46 percent, while average unit prices declined 3.74 percent, reflecting weaker consumer demand and lower prices.

Among major competitors, India recorded the second-largest decline in apparel exports to the EU during the period, falling 13.33 percent to €2 billion. China's exports declined 4.2 percent to €9.59 billion, while Cambodia's exports fell 10.77 percent.

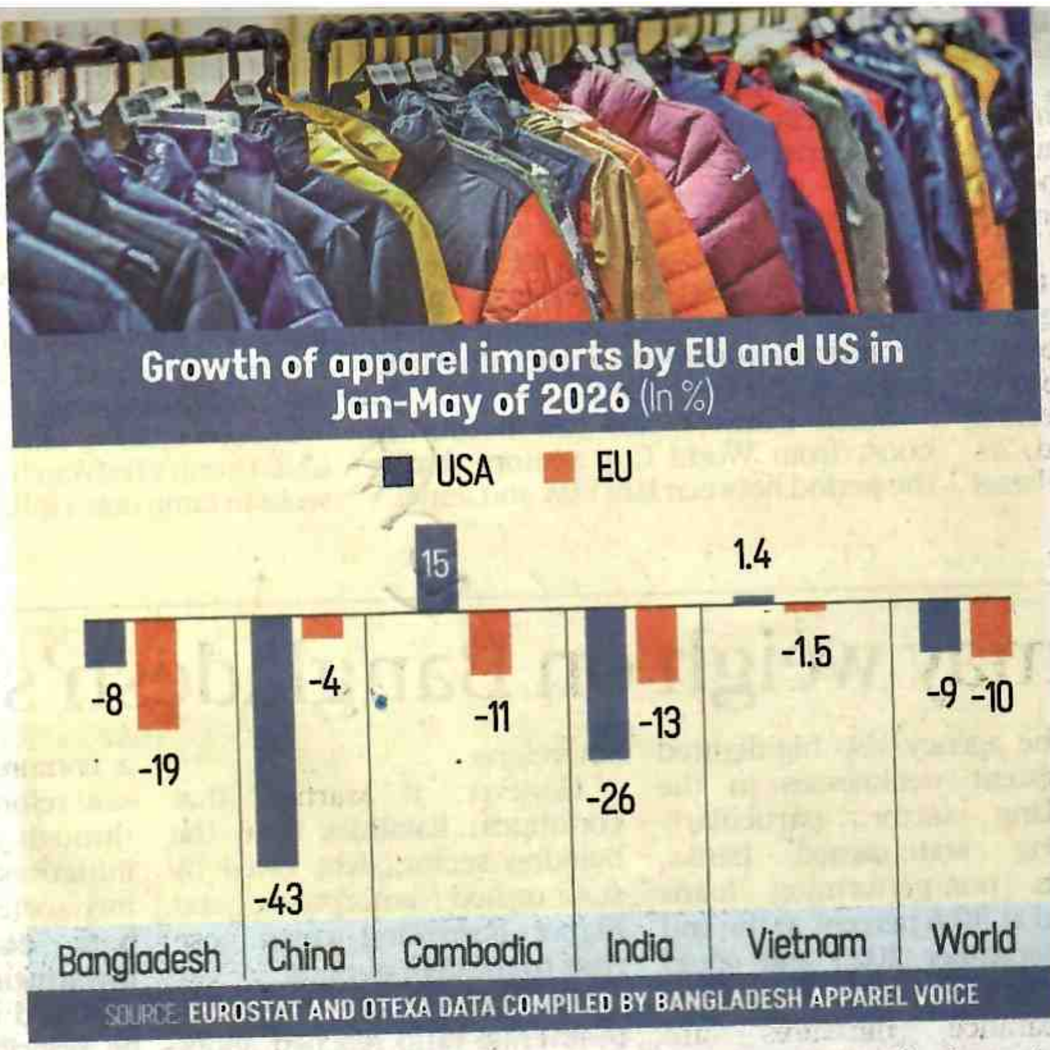

Vietnam was the most resilient, with a decline of only 1.51 percent.

The US market also remained weak, although the decline was less severe compared with the EU.

Bangladesh's apparel exports to the US fell 8.08 percent year-on-year to $3.25 billion in January-May. Shipment volumes declined 6.21 percent, while average unit prices fell 2 percent, reflecting weaker demand and pricing pressure.

However, exports to the US recovered in May, rising 6.04 percent year-on-year to $582 million after several months of decline.

Overall, US apparel imports fell 9.25 percent to $28.78 billion during the period, as import volumes dropped 9.48 percent and unit prices increased only 0.25 percent.

Among competitors, Cambodia was the strongest performer in the US market during January-May, with apparel exports rising 14.90 percent, followed by Vietnam with 1.46 percent growth. China's exports plunged 42.75 percent to $2.8 billion, while India's declined 26.37 percent to $1.79 billion.

READ MORE ON B3

FROM PAGE B1

The latest trade data indicate that Bangladesh's apparel sector is losing momentum in global markets.

In 2025, the country's apparel exports grew only 0.89 percent, significantly below the global average growth of 4.46 percent. This marked a sharp reversal from 2024, when Bangladesh's export growth was about three times higher than the global average.

The slowdown also reduced Bangladesh's share of the global apparel market. Its share fell to 6.76 percent in 2025 from 7 percent a year earlier, a decline of 0.24 percentage points. This wiped out nearly three-fourths of the gains made in 2024, when its share rose from 6.68 percent to 7 percent.

Md Mohiuddin Rubel, former director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) and founder and CEO of Bangladesh Apparel Voice, said Bangladesh's heavy reliance on the EU market creates a structural risk as the country prepares to graduate from the least developed country (LDC) category in November.

"After graduation, Bangladeshi apparel exports to the EU will face average tariffs of around 12 percent unless we secure GSP+ benefits," he said.

He said the industry's outlook from 2027 would depend on Bangladesh's transition to the EU's GSP+ scheme.

"If we meet the eligibility criteria, much of the impact can be offset. Otherwise, we risk losing more market share to competitors such as China and Vietnam," he added.

On the US market, Rubel said LDC graduation would not affect tariff treatment.

"The recent weakness in the US reflects a competitiveness gap rather than a tariff issue. Tariffs alone cannot fix this," he said.

Bangladesh currently ships nearly 70 percent of its apparel exports to the EU and US markets.

Rubel said growth in both markets has increasingly come from higher shipment volumes rather than better prices, indicating weaker pricing power.

"To sustain growth, Bangladesh must diversify into value-added and technical apparel products instead of relying mainly on basic garments," he added.

The Business Standard
17 JUL 2026

Bangladesh loses EU apparel market share faster than rivals

RMG - BANGLADESH

SHOUMIK AHMMED ANIK

Bangladesh is losing ground in the European Union, its largest apparel export market, faster than many of its key competitors as weakening European demand combines with growing concerns over the country's competitiveness ahead of its graduation from least developed country (LDC) status.

According to the latest Eurostat data compiled by the Bangladesh Apparel Voice, total EU apparel imports fell 9.96% year-on-year to €33.84 billion during January-May 2026, down from €37.58 billion in the same period a year earlier.

Imports from Bangladesh, however, dropped a much steeper 18.89% to €7.28 billion from €8.97 billion. Bangladesh's share of total EU apparel imports declined to 21.5% from 23.9% a year earlier.

Among Bangladesh's major competitors, imports from China fell 4.20%, Vietnam 1.51%, India 13.33% and Turkey 15.66%, all outperforming Bangladesh during the period. Cambodia's exports declined 10.77%, while Pakistan's shipments fell 17.01%.

The figures point to a growing challenge for Bangladesh as it prepares for LDC graduation, with exporters contending not only with weaker consumer demand but also with stronger competition from rival sourcing countries.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said international buyers were gradually adjusting their sourcing strategies ahead of Bangladesh's LDC graduation.

"Exports have declined across much of Europe. Buyers are gradually building sourcing capacity in India because they expect India to enjoy preferential market access while Bangladesh may face duties after graduation," he told The Business Standard.

Hatem said buyers already began developing alternative sourcing

bases well befor[e] ... erential trade be...

MA Jabbar, ... of DBL Group, ... sharper decline ... nam reflected s... in the industry.

"Bangladesh ... Cambodia are ... ent on cotton-b... competitors su... built much str... man-made fib... demand shifts ... fibre, countries ... ture are natura... tion," he said.

Jabbar said ... celerate invest... bre and produc... also preparing ... sustainability ...

"Net-zero ... requirements ... ingly importa... at whether s... strate a credi... renewable en... intensity.

The Business Standard
17 JUL 2026

...ngladesh loses EU apparel market share faster than rivals

K

...round in the ...rgest apparel ...han many of ...s weakening ...mbines with the country's ... of its gradu- ...oped country

...test Eurostat Bangladesh EU apparel ...ar-on-year to January-May ... billion in the ...ier.

...ladesh, how- ...uch steeper ...n from €8.97 ... share of to- ...s declined to ...r earlier.

...sh's major ... from China 1.51%, India 13.33% and Turkey 15.66%, all outperforming Bangladesh during the period. Cambodia's exports declined 10.77%, while Pakistan's shipments fell 17.01%.

The figures point to a growing challenge for Bangladesh as it prepares for LDC graduation, with exporters contending not only with weaker consumer demand but also with stronger competition from rival sourcing countries.

Mohammad Hatem, president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), said international buyers were gradually adjusting their sourcing strategies ahead of Bangladesh's LDC graduation.

"Exports have declined across much of Europe. Buyers are gradually building sourcing capacity in India because they expect India to enjoy preferential market access while Bangladesh may face duties after graduation," he told The Business Standard.

Hatem said buyers already began developing alternative sourcing bases well before Bangladesh's preferential trade benefits expire.

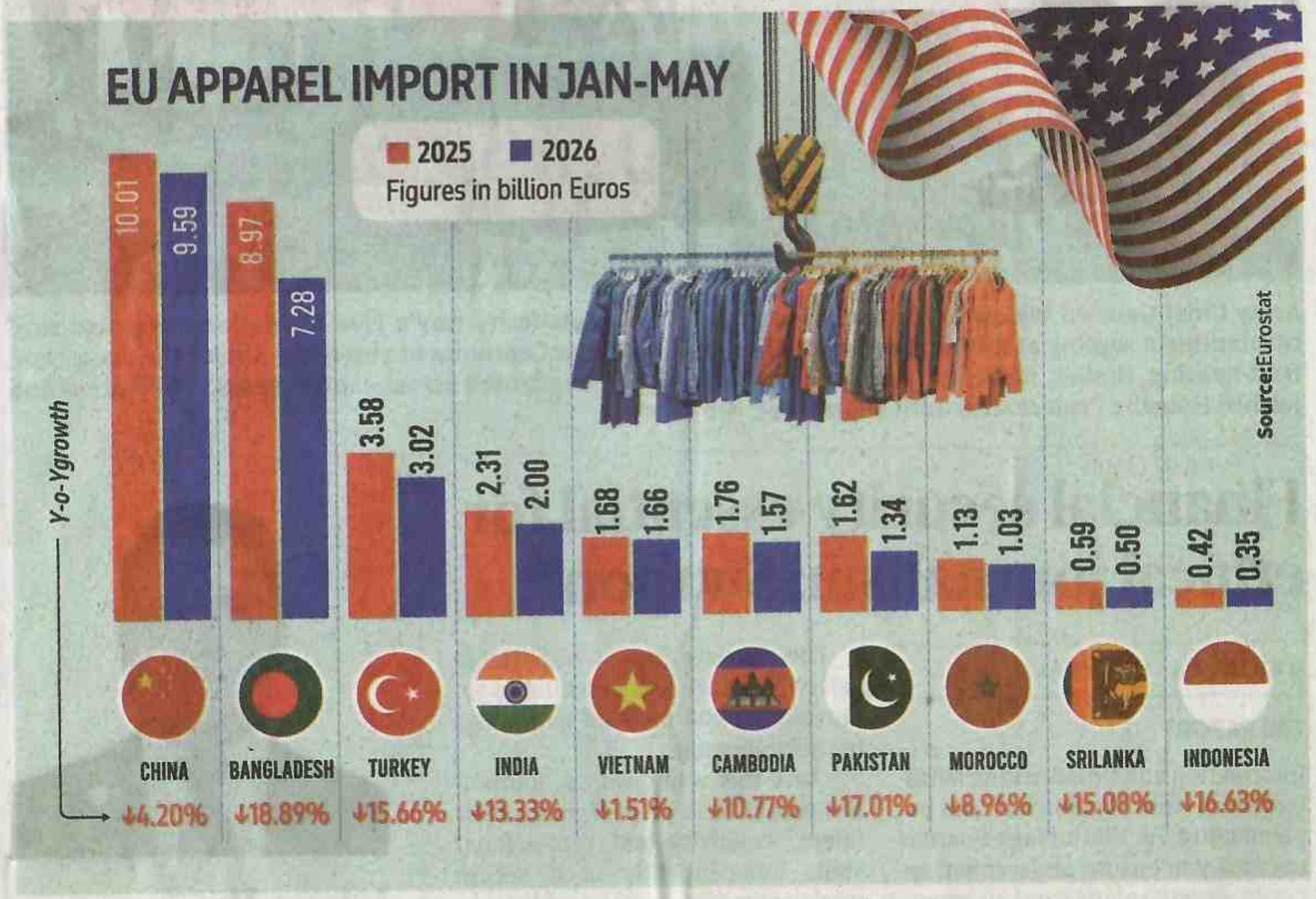

MA Jabbar, managing director of DBL Group, said Bangladesh's sharper decline compared to Vietnam reflected structural differences in the industry.

"Bangladesh, India, Pakistan and Cambodia are still heavily dependent on cotton-based products, while competitors such as Vietnam have built much stronger capabilities in man-made fibre products. When demand shifts towards man-made fibre, countries with that infrastructure are naturally in a stronger position," he said.

Jabbar said Bangladesh must accelerate investment in man-made fibre and product diversification while also preparing for a future shaped by sustainability requirements.

"Net-zero and carbon-related requirements are becoming increasingly important. Buyers are looking at whether suppliers can demonstrate a credible transition toward renewable energy and lower carbon intensity.

SEE PAGE 4 COL 5

17 JUL 2026

CONTINUED FROM PAGE 3

Countries such as India and Pakistan have advantages in renewable energy potential, and buyers are factoring these considerations into their future sourcing strategies," he added.

Jabbar warned that Bangladesh has yet to demonstrate a clear long-term roadmap on Net Zero and renewable energy, potentially creating uncertainty among buyers planning their future sourcing strategies.

Jabbar added that Bangladesh still enjoys advantages in manufacturing capability, flexibility and efficiency, but those strengths are being undermined by energy shortages, rising costs and policy uncertainty.

"We need a combined effort from the government and the private sector to improve energy security, support investment, strengthen law and order and show buyers that Bangladesh remains a reliable long-term sourcing destination," he added.

Shovon Islam, managing director of Sparrow Group, said the latest data pointed to a clear market-share loss rather than merely weaker demand.

"While EU apparel imports declined by 9.96%, Bangladesh's exports fell by 18.89%, reflecting buyers' growing risk-mitigation efforts ahead of Bangladesh's LDC graduation and stricter EU due-diligence requirements," he said.

Islam said Bangladesh must urgently secure competitive post-LDC market access through trade agreements and prepare for EU due-diligence and traceability requirements to prevent further order shifts. He added that high bank lending rates, limited access to capital, rising energy prices and unreliable supplies of gas and diesel were placing enormous pressure on exporters at a time when global competition was intensifying.

The latest Eurostat data also show mounting pressure on pricing. Bangladesh's average export value to the EU fell 9.41% year-on-year to €13.96 per kilogram, while export volume declined 10.46% to 521.37 million kilograms, indicating that exporters were selling both fewer and cheaper garments.

The Daily Star

17 JUL 2026

BB frames import rules for free trade zones

STAR BUSINESS REPORT

The Bangladesh Bank (BB) has introduced rules for banks to facilitate import into free trade zones (FTZs), aiming to support trade flows by allowing manufacturers to import raw materials and other items and store them for up to 60 months.

Under the framework, authorised dealers (ADs) and offshore banking units (OBUs) of banks will handle FTZ-related transactions in line with foreign exchange regulations, according to a BB circular issued yesterday.

Only three types of entities -- manufacturing factories, authorised traders, and logistics companies -- will be allowed to import into FTZs.

The development comes roughly a month after the Cabinet Committee on Economic Affairs approved the establishment of FTZs near the Matarbari deep-sea port in Cox's Bazar and in Anwara, near Chattogram port, as part of a transformative trade strategy aimed at slashing export lead times, attracting foreign suppliers, and turning the country into a regional logistics hub.

Development of the Anwara zone is expected to begin this year. The Matarbari FTZ is slated for development during 2030-2033, alongside the expansion of the deep-sea port, officials said earlier.

A senior BB official said the central bank had prepared the framework in line with the recommendation of a committee formed by the Bangladesh Investment Development Authority and headed by its Executive Chairman, Ashik Chowdhury.

FROM PAGE B1

"We have issued the framework so that transactions can take place after the FTZs become operational," he said. "The FTZ framework is expected to facilitate trade flows."

In its circular, the BB specified that imports for storage, warehousing, or distribution may be conducted on a consignment basis.

In such cases, the title to the goods remains with the foreign supplier until the items are either used in production or sold to end buyers. Banks will not treat such goods as inventory or assume exposure until ownership is transferred.

The BB said purchases by domestic buyers will be treated as imports, while sales by FTZ enterprises will be treated as exports for sellers and imports for buyers, requiring compliance with export and import

"All payments shall be settled in freely convertible foreign currencies," the BB said.

According to the BB, goods under consignment may remain in FTZs for 48 to 60 months, while usance imports, including buyer's and supplier's credit, are capped at 270 days, meaning importers must complete payment within that period.

To ensure financial stability, the BB directed banks to undertake rigorous due diligence on FTZ clients. This includes verifying ownership structures, assessing contractual arrangements with foreign suppliers, and evaluating production and sales cycles.

Admissible financing must be supported by appropriate documentation and be strictly aligned with the underlying transactions,

The Financial Express
17 JUL 2026

BB unveils structured framework for import trade in FTZs

FE REPORT

The central bank has introduced a structured framework to regulate import trade into Free Trade Zones (FTZs), aiming to facilitate transactions while ensuring prudent risk management by banks.

Under the framework, Authorised Dealer (AD) banks and Offshore Banking Units (OBUs) will deal with FTZ-related transactions in line with foreign exchange regulations, according to a notification issued by the Bangladesh Bank (BB) on Thursday.

Eligible importers include industrial enterprises, importers on record authorised to undertake trading activities, and logistics service providers operating within FTZs, it added.

Ensuring banks' prudent risk management aimed at

The framework allows consignment-based imports, where ownership remains with foreign suppliers until goods are used in production or sold.

Banks will not treat such goods as inventory or assume exposure until ownership is transferred.

Transactions involving FTZs are clearly defined in the circular. Purchases by domestic buyers will be treated as imports, while sales by FTZ enterprises will be treated as exports for sellers and imports for buyers, requiring compliance with EXP and IMP procedures. All payments shall be settled in freely convertible foreign currencies.

Goods under consignment may remain in FTZs for up to 48-60 months, while usance imports, including buyer's and supplier's credit, are capped at 270 days.

AD banks may extend financing similar to that for specialised zones, while OBUs can provide foreign currency financing within regulatory limits.

Industry insiders believe that trade operations through FTZs could strengthen local manufacturing industries, including exporters, by expanding opportunities and improving supply chain efficiency.

ঢাকা।

The Financial Express
17 JUL 2026

Invest Bangladesh to be formed by unifying BIDA

| FROM PAGE 1 COL 8

Bangladesh's business climate reform progress. We believe Invest Bangladesh will be able to serve investors more effectively and present Bangladesh's value proposition more strongly in a competitive global investment landscape," said Ashik Chowdhury, Executive Chairman of BIDA and BEZA, and Chief Executive Officer of PPPA.

The passage of the Invest Bangladesh Bill is an important step in implementing the government's 180-day plan, announced in March 2026, to improve the business-enabling environment. It will strengthen the investment service framework to support higher domestic and foreign investment, faster industrialisation, expanded public-private partnerships and job creation.

Under the new authority, investment-related approvals, registration, import-export processes, incentives, industrial zone development and relevant government services will be coordinated more effectively.

The law also creates the scope for single window clearance, one-stop services, digitalisation of approval and licensing processes, and the integration of investment and business-related services into a single digital platform.

Key features of the Invest Bangladesh Bill include provisions to bring declared industrial areas, economic zones and free trade zones under an integrated framework; define procedures and timelines for licences, approvals and service delivery; clarify the approval framework for PPP projects; enable simplified approval of small PPP projects through relevant ministries or divisions; allow unused government land, establishments, shares and rights to be used for productive purposes; and bring all investment and business-related services onto a single digital platform.

The bill will help reduce policy inconsistencies in investment development, avoid duplication and overlap across agencies, and strengthen coordination across related functions. It creates a pathway for an integrated investment management framework aligned with international standards and global best practices.

Once the Invest Bangladesh Bill comes into effect as law, the Bangladesh Investment Development Authority Act, 2016, the Bangladesh Economic Zones Act, 2010, the Public Private Partnership Act, 2015, and the One Stop Service Act, 2018 will be repealed, consolidating the relevant mandates under Invest Bangladesh.

The Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), the Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA), and the Public Private Partnership Authority (PPPA) are set to be unified, reports BSS.

To this end, the Invest Bangladesh Bill, 2026 was passed in Parliament on Wednesday. It will come into effect from the date determined by the government through notification in the official gazette. Around the same time, Invest Bangladesh is expected to be formally launched under its new identity, said a press release.

Once the law comes into effect, the Invest Bangladesh Authority will operate as the country's apex investment development agency under the Prime Minister's Office.

Its objective is to make investor services simpler, faster and more coordinated, while bringing investment promotion, industrial zone management and public-private partnership functions under a single institutional framework.

"We thank the government for its clear focus on initiatives that can have a real impact on private investment attraction, investor support and policy advocacy. To bring in the investment Bangladesh needs for growth and job creation, investors need a true one-stop service framework. Such a unified investment agency has long been recommended by domestic and foreign investors. UNCTAD has also recommended this unification following its review of

The Financial Express
17 JUL 2026

Dhaka seeks to cut trade gap with Malaysia

JASIM UDDIN

Bangladesh is seeking to deepen bilateral trade relations with Malaysia while narrowing a persistent trade deficit as bilateral commerce continues to expand despite a slowdown in exports.

Official data shows Bangladesh exported goods worth $282.55 million to Malaysia in FY25, while its imports from the Southeast Asian country reached $2.29 billion, leaving a trade deficit of $2.01 billion.

Trade officials say the imbalance can be reduced by diversifying Bangladesh's export basket beyond readymade garment and increasing shipments of higher value-added products.

According to Export Promotion Bureau (EPB) data, knitwear remained Bangladesh's largest export to Malaysia in FY25, earning $113.49 million.

Agricultural products followed with exports worth $75.69 million, while woven garments fetched $65.32 million.

Other export items included petroleum by-products, plastics and rubber products, engineering goods, footwear, pharmaceuticals, chemicals, home textiles, frozen foods, and furniture.

Bangladesh's imports from Malaysia continued to be dominated by industrial raw materials and essential commodities.

Mineral products, including petroleum products and coal, accounted for the largest import category at $837.08 million.

The imports of animal and vegetable fats, mainly palm oil, totalled $143.46 million, followed by machinery and electrical equipment at $135.18 million, plastics and rubber products at $115.88 million, base metals at $83.35 million, and chemical products at $78.02 million.

Bangladesh also imported textile materials, transport equipment, paper products, and other manufactured goods.

The figures underscore Malaysia's importance as one of Bangladesh's key trading partners in Southeast Asia, although bilateral trade remains heavily skewed in Malaysia's favour.

Business leaders say Bangladesh should step up efforts to secure greater market access in Malaysia by expanding the exports of pharmaceuticals, leather and leather goods, jute products, agro-processed foods, ICT services, engineering products, and other non-traditional items alongside apparel.

They also call for stronger business-to-business engagement, increased investment cooperation, and improved trade facilitation to unlock the full potential of bilateral economic relations.

According to the Bangladesh-Malaysia Chamber of Commerce and Industry (BMCCI), annual bilateral trade is estimated at around $3.0 billion, with Bangladesh accounting for only about 10 per cent of the total, reflecting the wide trade imbalance.

Talking to The Financial Express, BMCCI President Md Anwar Shahid says a free trade agreement (FTA) with Malaysia would help Bangladesh narrow the trade gap.

"Malaysia has already signed 16 free trade agreements, including seven bilateral and nine regional pacts," he says.

"Our export basket for Malaysia remains very limited," he says, stressing the need to diversify exports.

Joint efforts from the government and the private sectors could explore the market potential, he also says.

Shahid marks fresh fruits and vegetables as promising products with a strong export potential, saying the BMCCI is working to facilitate higher exports of Bangladeshi agricultural products to the Malaysian market.

"Readymade garments are Bangladesh's main export, but shipments to Malaysia remain relatively small despite significant growth potential," he says.

To strengthen trade links, the chamber plans to organise a roadshow in Malaysia at the end of September, showcasing Bangladesh's export capabilities, he says.

"We will bring leading Bangladeshi exporters together with major Malaysian business chambers, including regional chambers, to explore new business opportunities," Shahid explains.

The initiative is expected to help Bangladeshi exporters tap into the opportunities in the Malaysian market and support efforts to narrow the bilateral trade gap, he adds.

newsmanjasi@gmail.com

The Business Standard
17 JUL 2026

BB issues framework for import

CONTINUED FROM PAGE 3

transactions in line with foreign exchange regulations. Eligible importers include industrial enterprises, importers on record authorised to undertake trading activities and logistics service providers operating within FTZs.

The framework allows consignment-based imports, under which ownership of goods remains with foreign suppliers until the goods are either used in production or sold. Banks will not treat such goods as inventory or assume credit exposure until ownership is transferred. The circular also sets out how FTZ transactions will be treated. Purchases by domestic buyers will be regarded as imports, while sales by FTZ enterprises will be treated as exports for sellers and imports for buyers.

These transactions must comply with the prescribed EXP and IMP procedures, and all payments must be settled in freely convertible foreign currencies. Goods imported on a consignment basis may remain in FTZs for up to 48-60 months. Usance imports, including buyer's credit and supplier's credit, will be allowed for a maximum of 270 days. The framework also permits ADs to extend financing on terms similar to those applicable to specialised zones, while OBUs may provide foreign currency financing within the limits set by the relevant regulations.

Industry insiders said trade operations through FTZs could strengthen local manufacturing, including export-oriented industries, by creating new business opportunities and improving supply chain efficiency.

In June this year, the government approved a proposal to establish the country's first free trade zone in Anwara, Chattogram, aimed at boosting trade, investment, and export capacity.

TBS REPORT

The Bangladesh Bank introduced a structured framework to regulate import trade into Free Trade Zones (FTZs), aiming to facilitate transactions while ensuring prudent risk management by banks.

The cenbank issued a circular yesterday and sent it to all Authorised Dealers (ADs). Under the framework, ADs and Offshore Banking Units (OBUs) will handle FTZ-related I SEE PAGE 6 COL 4

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো